সাবর্ণ চৌধুরী বাড়ির পুজো। *ছবি: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

কলকাতার দুর্গাপুজো

গৌতম বসুমল্লিক

দুর্গাপুজো এখন আর শুধু বাঙালির পুজো নয়। দেশ, কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সে আজ আন্তর্জাতিক। বাংলায় কে কবে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন উত্তরবঙ্গের রাজসাহি জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ তাঁর গড়ে দুর্গাপুজো করেন ষোড়শ শতাব্দের শেষ দিকে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমে; আবার কারও মতে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজা ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ প্রথম দেবী দুর্গার পুজো করেন।

এত গেল সারা বাংলার কথা। খাস কলকাতায় কবে প্রথম দুর্গাপুজো হয়েছিল? যতদূর জানা যায় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বড়িশার (বেহালা সখের বাজার অঞ্চল) রায়চৌধুরী পরিবারের আটচালা মণ্ডপেই হয়েছিল শহর কলকাতায় প্রথম দুর্গাপুজো। তখন অবশ্য কলকাতা শহরে রূপান্তরিত হয়নি। তবু এই আটচালা মণ্ডপ ঘরটি আরও একটি কারণে বিখ্যাত। এই আটচালা ঘরে বসেই ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন তারিখে কলকাতার তথাকথিত জনক জোব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ারের সঙ্গে রায়চৌধুরী বংশের কর্তাদের বৈঠক হয়েছিল 'সুতানুটি', ' গোবিন্দপুর' ও 'কলকাতা' নামের গ্রাম তিনটির বিক্রয়ের বিষয় নিয়ে। এখন অবশ্য সে নিয়ে তর্ক উঠেছে আর তা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। সে যা হোক, বড়িশার এই রায়চৌধুরীদের কৌলিক গোত্র হল 'সাবর্ণ', তাই তারা 'সাবর্ণ চৌধুরী' নামেই বেশি পরিচিত।

কলকাতায় দ্বিতীয় প্রাচীনতম হিসেবে যে পুজোর কথা জানা যায়, তা হল কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ির পুজো। সঠিক সাল-তারিখ জানা না গেলেও অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই পুজোর প্রচলন হয়। এর পরের উল্লেখযোগ্য পুজো হল শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির পুজো।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে নবকৃষ্ণ পেলেন প্রভূত ধনসম্পত্তি, জমি আর 'মহারাজা' উপাধি। তিন মাসের মধ্যে প্রাসাদতুল্য ভদ্রাসন আর দুর্গাদালান তৈরি করিয়ে তিনি দুর্গাপুজো আরম্ভ করলেন সঙ্গে পুজোকে উপলক্ষ করে লাগামহীন আমোদ-উচ্ছ্বাসের রাস্তাও তিনি দেখালেন।

শহর কলকাতার প্রকৃত নগরায়ণ আরম্ভ হয় পলাশির যুদ্ধের পর থেকে। ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য করে বা তাদের ব্যবসা-সহায়ক হয়ে কিছু মানুষ বেশ বিত্তশালী হয়ে ওঠেন; আর সে যুগে নিজের বিত্ত-বৈভবের প্রমাণ দিতে দুর্গাপুজোর মতো উৎসব আর একটিও ছিল না। কলকাতায় বাড়তে থাকে ধনীর সংখ্যা, সেই সঙ্গে দুর্গাপুজোর সংখ্যাও। এই সময়ে এবং পরবর্তী কালে কলকাতায় যে সমস্ত বাড়িতে দুর্গাপুজো আরম্ভ হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দর্জিপাড়ার জয়রাম মিত্র, দাঁ বাড়ি (১৭৬০ খ্রিঃ), চক্রবেড়িয়া রোডের মিত্র বাড়ি (১৭৫৭ খ্রিঃ), জেলেপাড়ার শ্রীমানী বাড়ি (১৭৭৯ খ্রিঃ), বিডন স্ট্রিটে ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি (১৭৮৪ খ্রিঃ), ভূ-কৈলাস রাজবাড়ি (১৭৮২ খ্রিঃ), হাটখোলা দত্তবাড়ি (১৭৮৫ খ্রিঃ), ইন্টালি দেববাড়ি (১৭৯০ খ্রিঃ), জানবাজারে প্রীতিরাম মাড়ের বাড়ি (১৭৯৩ খ্রিঃ)। এখন এটি রানি রাসমণির পুজো বলেই বেশি পরিচিত। বৌবাজারে বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়ি (১৭৯৯ খ্রিঃ), ওই অঞ্চলেরই অক্রুর দত্তের বাড়ি (আনুমানিক ১৭৮৬-৮৭খ্রিঃ), দর্পনারায়ণ স্ট্রিটের মল্লিক বাড়ি (১৮০৯ খ্রিঃ), পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎ ঘোষের বাড়ি (১৮১৯ খ্রিঃ), পটলডাঙার (বর্তমান কলেজ স্কোয়ার অঞ্চল) বসুমল্লিক বাড়ি (১৮৩১ খ্রিঃ) ইত্যাদি।

কালক্রমে কলকাতাও যত নগরায়ণের দিকে এগোতে থাকে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজনও তত কলকাতায় আসতে থাকে নানা কারণে। আগে দেশ-গ্রামের জমিদারেরা গ্রামের মধ্যেই থাকতেন। কিন্তু কলকাতার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও অনেকে শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন, সেই সঙ্গে গা-ভাসালেন আমোদ-প্রমোদের জোয়ারে। এঁদের কটাক্ষ করেই লেখা হল 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (কালীপ্রসন্ন সিংহ), 'বাবু' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি রচনা। দুর্গাপুজোও যেহেতু আমোদ-আহ্লাদের অন্যতম মাধ্যম তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই কলকাতায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য দুর্গাদালান। দুর্গাপুজো রূপান্তরিত হল 'বাবু উৎসব'-এ।

'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়,' সব বাবুদের অবস্থা সব সময়ে সমান থাকে না। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া অঞ্চলের এমনই এক বাড়ির পুজো গৃহকর্তার আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ার জন্য বন্ধ হতে বসেছিল। তখন আঞ্চলিক বারো জন যুবক নিজেরা চাঁদা তুলে পুজোটিকে রক্ষা করে। যদিও সে পুজোটি ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো তবু সেই প্রথম পুজো-অনুষ্ঠান বাবুদের দালান উঠোন ছাড়িয়ে পথে নেমে এসেছিল। বারো জন বন্ধু বা ইয়ারের সংগঠন বলে 'বারোয়ারি' পুজো। সময়কাল আনুমানিক ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ। সেই শুরু, তারপর ওই গুপ্তিপাড়া থেকেই গ্রামে গঞ্জে এক-আধখানা যৌথ উদ্যোগে বারোয়ারি দুর্গাপুজোর প্রচলন হতে আরম্ভ করে।

কলকাতায় কবে প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয়েছিল তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বলা যায় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের বলরাম বসু ঘাট রোডের 'সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা'র উদ্যোগে আয়োজিত পুজোই কলকাতার প্রথম বারোয়রি দুর্গাপুজো। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের কতিপয় ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এখানে দুর্গাপুজো সম্পন্ন হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে রামধন মিত্র লেনে (১৯১১-১২) আর সিকদার বাগানেও (১৯১৩) যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুজো আরম্ভ হয়েছিল।

এই সব পুজোগুলি যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হলেও তখনও পর্যন্ত দুর্গাপুজো সঠিক অর্থে 'সর্বজনীন' হয়ে ওঠেনি। 'বারোয়ারি' আর 'সর্বজনীন' পুজো এখন প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাড়ির পুজো সীমাবদ্ধ থাকে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে। বারোয়ারি পুজোর ব্যাপ্তি আর একটু বেশি। সর্বজনীন পুজো আরম্ভ হওয়ার পর বিভিন্ন বারোয়ারি পুজোগুলি ক্রমে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করতে করতে কালক্রমে একেবারেই হারিয়ে যায় কিন্তু বিশ শতকের সত্তর বা আশির দশক থেকে 'ফ্ল্যাট-কালচার' আরম্ভ হওয়ার পর ক্রমে বারোয়ারি পুজো আবার ফিরে আসতে থাকে। এখন বিভিন্ন হাউসিং কমপ্লেক্সে যে দুর্গাপুজোগুলি দেখা যায় সেগুলি সাবেক বারোয়ারি পুজোরই আধুনিক রূপ।

কলকাতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা করেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতির উদ্যোগে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন হল। সর্বজনীন উৎসবের অর্থ হল, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবের অংশীদার। সিমলা ব্যায়াম সমিতির এই সর্বজনীন পুজোতে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের আগে পরে আরম্ভ হয়েছে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব, বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব ইত্যাদি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। ইংরেজদের দমনমূলক শাসন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আড়াল করতে বিপ্লবীরা দুর্গোৎসবকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। ধর্মীয় উৎসবের অন্তরালে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজ চলতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে দুর্গোৎসব কমিটি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন দশকেও কলকাতায় সর্বজনীন দুর্গোপুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইদানীং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার অঢেল পৃষ্ঠপোষকতা পুজোকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। সাবেক নিষ্ঠা ও শৌখিনতার স্থান নিয়েছে পেশাদারিত্বে মোড়া জৌলুস। উৎসবের এই রূপ ভাল অথবা মন্দ, তার বিচার করবে ইতিহাস।

কলকাতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা করেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা।